জেমস এফ. মরিয়ার্টি

যুক্তরাষ্ট্র সিনেট গত ১৪ই মার্চ, ২০০৮ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে জেমস এফ. মরিয়ার্টির মনোনয়ন নিশ্চিত করেছেন। এ বছরের ২৬শে মার্চ তিনি শপথ গ্রহণ করেন। জেমস এফ. মরিয়ার্টি মিনিস্টার-কাউন্সিলর পদমর্যাদায় সিনিয়র ফরেন সার্ভিসের একজন পেশাদার সদস্য।

এই দায়িত্ব লাভের আগে ২০০৪ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত জেমস মরিয়ার্টি নেপালে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেন। এরও আগে ২০০২ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী এবং জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে (এনএসসি) ঊর্ধ্বতন পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও সমন্বয় করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি ২০০১-২০০২ সালে হোয়াইট হাউজে চীন বিষয়ে এনএসসি'র পরিচালক হিসেবেও কাজ করেন।

রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি ১৯৯৮ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বেইজিংয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে রাজনৈতিক বিষয়াবলি সংক্রান্ত মিনিস্টার-কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯৪-১৯৯৮ সালে তাইওয়ানে আমেরিকান ইনস্টিটিউটে জেনারেল অ্যাফেয়ার্স (রাজনৈতিক) সেকশনের প্রধান ছিলেন। রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি তাইওয়ান প্রণালীতে চীনের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা, বেলগ্রেডে চীনা দূতাবাসে যুক্তরাষ্ট্রের বোমা বর্ষণ, এবং চীনের হাইনান দ্বীপের অদূরে ইউএস ইপি-৩ প্লেনের সংঘর্ষের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া কি হবে তা নির্ধারণ করেন। এসব কাজে এবং জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি একুশ শতকে যুক্তরাষ্ট্রের চীন নীতির ভিত্তিমূলক কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করেন।

রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি ১৯৯১ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তরের জাতিসংঘ অফিসের রাজনৈতিক বিভাগের উপপরিচালক হিসেবে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি সমন্বয় করেন। সাবেক যুগোস্লাভিয়ার পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ায় তার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি আমেরিকান ফরেন সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের 'রিভকিন পুরস্কার' লাভ করেন।

রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি ১৯৯৩-১৯৯৪ সালে হাওয়াই-এর হনলুলুতে অবস্থিত ইস্ট-ওয়েস্ট সেন্টারে 'আবাসিক কূটনীতিক' ছিলেন। এর আগে তিনি পাকিস্তান, সোয়াজিল্যান্ড ও মরক্কোতে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। বেইজিং ও তাইপেতে তিনি অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন এবং যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরে আফ্রিকা বিষয়েও কাজ করেন। রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি ১৯৭৫ সালে ফরেন সার্ভিসে যোগ দান করেন।

রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি ডার্টমাউথ কলেজ থেকে সর্বোচ্চ সম্মাননাসহ ইতিহাসে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি চীনা, নেপালি, উর্দু, ফরাসি ও বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারেন। রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি অসংখ্য পুরস্কার লাভ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে: চীনে (২০০০) ও যুগোস্লাভিয়ায় (১৯৯৩) কাজ করার জন্য 'স্টেট ডিপার্টমেন্ট সুপিরিয়র অনার অ্যাওয়ার্ড' এবং দু'টি 'গ্রুপ সুপিরিয়র অনার অ্যাওয়ার্ড'। পাকিস্তানে তার বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনের জন্য পররাষ্ট্র দফতরের 'বেস্ট রিপোর্টিং অফিসার' হিসেবে তিনি 'ডিরেক্টর জেনারেল'স্ ১৯৮৭ অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন। ২০০৫ সালে তিনি 'প্রেসিডেন্সিয়াল পে অ্যাওয়ার্ড' এবং অসংখ্যবার 'স্টেট ডিপার্টমেন্টের পারফর্ম্যান্স পে অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেছেন।

ম্যাসাচুসেট্স অঙ্গরাজ্যের ওয়্যারের অধিবাসী রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টি ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত। তার স্ত্রীর নাম লরেন মরিয়ার্টি। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের একজন অবসরপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন কূটনীতিক। তিনি পুত্র মানা এবং কন্যা কেট ক্যানানির গর্বিত পিতা।

==========